Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২, দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২, টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩১শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 16th Aug. 1961 { ১৪শ সংখ্যা

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

আমাদের স্বাধীনতা

—০—

১২৪৭ অব্দের গত কল্যকার শুভদিনে ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে। কংগ্রেস অহিংস কাজেই হিংসাত্মক যুদ্ধ বিগ্রহ কিছু না করেই স্বাধীনতা পাওয়া গেল। ইংরাজগণই বলেন—"ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ ক্যান্ নট্ কাম্ এ্যাজ এ গিফ্ট্। ইট্ মাষ্ট্ বি রেষ্টেড্ ফ্রম্ সাম্ আন্উইলিং হ্যাণ্ড্।" অর্থাৎ স্বাধীনতা দান হিসেবে আসিতে পারে না। স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক লোকের হাত মুচড়াইয়া ইহা লইতে হয়। পুরাতন কাসুন্দী ঘাঁটিয়া আর বিরক্ত করিতে বা বিরক্ত হইতে চাহি না।

স্বাধীনতার ১৪ বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে। গত কল্যকার স্বাধীনতার উৎসব লইয়া ১৫টি উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। রামচন্দ্র আদর্শ নৃপতি ছিলেন বলিয়া সুখের ও সমৃদ্ধির রাজ্যকে রামরাজ্য আখ্যা দেওয়া হয়। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য ১৪ বৎসর দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি কষ্টকর প্রদেশে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাংলার উদ্বাস্তুগণের জন্য রামচন্দ্রের প্রসাদী প্রদেশে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যাঁহারা উদ্বাস্তু নন তাঁহারা ইংরাজের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করার পর কেমন স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করিতেছেন? কাগজ পড়িতে হইবে না আত্মাকেই জিজ্ঞাসা করুন—উত্তর পাইবেন। যা হবার হইয়া গিয়াছে। এখন যাহাতে ভারতের এক ইঞ্চি মৃত্তিকা অন্যে না লইতে পারে, কোন ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক বা অসাম্প্রদায়িক ভাবে ভারতের কোন ক্ষতি করিয়া দেশদ্রোহিতা না করিতে পারে লোকসুভায় তার জন্য আইন তৈরী হইতেছে।

আইন হউক সাধারণ লোকের বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না যদি আইনে রেট্রস্পেক্টিভ এফেক্ট দেওয়া হয় অর্থাৎ অতীতকালের অপরাধকে সাজা দেওয়া হয়।

আমরা নীচে কলিকাতার সুবিখ্যাত সংবাদপত্র হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া শাসক ও শাসিত সবকে জানাইতেছি।

"বেরুবাড়ী প্রদানের প্রতিশ্রুতি দানে জহরলাল যে তাঁহার সংবিধানদত্ত ক্ষমতা অনায়াসে অতিক্রম করিয়াছিলেন—তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি তথাপি যে রাষ্ট্রে প্রধান মন্ত্রী, সেই রাষ্ট্রে তাঁহার অনুগামী প্রধান-সচিবরাই উল্লেখিত মত পোষণ করিতে পারেন। বেরুবাড়ীর ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান সচিবের ভূমিকা—লজ্জাজনক। রাষ্ট্রের অঙ্গচ্ছেদ কাহারা করিয়াছে? বেরুবাড়ীর ব্যাপারে নায়ক—জহরলাল। আর উপনায়ক?—অনেক। রাষ্ট্রের সূচ্যগ্র ভূমি প্রদান দেশদ্রোহিতাই নহে—বিশ্বাসঘাতকতাও বটে। সেই কাজ যাহারা করিয়াছে, তাহারাই কি আজ অপরকে সেই অপরাধে অপরাধী করিতে চাহিতেছে? চীনের ভারতের ভূমি অধিকারের কি প্রতিকারোপায় জহরলাল করিয়াছেন? বেরুবাড়ী সম্প্রদান জন্য সংবিধান পরিবর্ত্তন কেন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব সমর্থন করিলেন? বর্ত্তমানে ভারতে শাসকগোষ্ঠী যে সব কাজ করিতেছেন, সে সকলের মূল কারণ কি—লোককে তাহারই সন্ধান করিতে হইবে। বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন না করিলে উপায় নাই—উপায় থাকিতে পারে না। দেশের লোককে প্রতারিত করিয়া কতদিন ক্ষমতা পরিচালন সম্ভব হইবে? "কল্যাণ রাষ্ট্রের" ভাঁওতায় লোক কতদিন ভুলিবে?"

কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা

১৯৬১ সালের স্কুল ফাইনালের কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা আগামী ৩১শে আগষ্ট সুরু হইবে। মোট ৬৮৫০ জন পরীক্ষার্থী উক্ত কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষাদানের অনুমতি পাইয়াছে।

তিন দিনের যোগী

পৌষ মাসে সহরগুলিতে যেমন এখানে সেখানে ঘুড়ির দোকান গজিয়ে ওঠে তেমনি নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে কতগুলি সাপ্তাহিক আসরে নামে। নানান্ অলীক, উদ্ভট রায় আগেভাগে দিয়ে বসেন। যেন সবজান্তা। এরা হচ্ছেন তিনদিন কা যোগী গাময় জটা! নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের পরমায়ুর অঙ্কে শূন্য পড়ে। এই সব বালখিল্যের কথা থাক। যারা অনেকদিন থেকে সংবাদপত্রের আসরে আছেন তাঁরা নির্ব্বাচনী গাজনে কাঠি পড়তে না পড়তে 'ফোরকাষ্ট' করতে আরম্ভ করেছেন। এমনভাবে বলছেন যেন সব নখদর্পণে।

ফরাক্কা বাঁধের সফলতা

এদিকে বিশেষজ্ঞগণ নাকি মনে করেন যে, ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণ হইলেও অজয় নদের জলপ্রবাহ যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহা হইলে ফরাক্কা বাঁধের সফলতা ব্যাহত হইবে। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয় যে, অজয় নদের জলধারার সঙ্গে প্রচুর বালুকাকণা ভাগীরথী বা গঙ্গায় আসিয়া জমা হয়। এবং এইভাবে বালি জমিবার ফলে নদীপথের বহতা বিঘ্নিত করে। পরীক্ষান্তে নাকি দেখা গিয়াছে যে অজয়বাহিত বালুকারাশি শুধু ভাগীরথীর শক্তিই নিস্তেজ করিয়াছে, তাহা নহে, অজয়ের দুই তীরের বিপুল জমিরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বিগত কয়েক বারের বন্যায় দেখা গিয়াছে ভাগীরথীর জলস্ফীতির সহিত অজয়ের বালুকা-বাহিত বন্যার জল মিশিয়া বর্ধমান, নদীয়া ও ২৪ পরগণার বিরাট অংশের ক্ষতিসাধন করিয়াছে। এইজন্যই বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে অজয়কে নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যক। অজয় বাঁধ নির্মিত হইলে বালুকারাশি আসিয়া (১) ভাগীরথীর ক্ষতি করিতে পারিবে না, (২) ফরাক্কা বাঁধ হইতে নির্গত জলধারা কলিকাতা হইতে উত্তর ভারত পর্য্যন্ত নাব্য পথের স্বাভাবিক গতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে, (৩) সেচেরও কিছু সুবিধা হইবে এবং সর্বোপরি (৪) নদীয়া বর্ধমান ও ২৪ পরগণার কোন কোন অংশের বন্যার সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে।

চিকিৎসালয় না চিকিৎসা-লয়

—•—

চিকিৎসালয় মানে চিকিৎসার আলয় অর্থাৎ যে আলয় অর্থাৎ ভবনে পীড়িতের পীড়ার চিকিৎসা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা-লয় শব্দের মধ্যে একটি (-) চিহ্ন থাকায় এই শব্দের দ্বারা বুঝায় যে—যেখানে চিকিৎসা হইত এক্ষণে তাহা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আগে যা হইত এখন তা হয় না।

যে কলিকাতা পূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, স্বাধীনতা লাভের পর সেই মহানগরী কলিকাতা কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলার রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে দুশ্চিকিৎস ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল এই কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ নামক চিকিৎসা-লয় এবং চিকিৎসা-শিক্ষালয়ে।

আজও দূর দূরান্তর হইতে দুশ্চিকিৎস রোগগ্রস্ত রোগিগণ তাহার প্রাচীন সুনামে আকৃষ্ট হইয়া জীবন রক্ষার জন্য যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া এই অর্থ সংগ্রহ করতঃ এখানে চিকিৎসার জন্য আগমন করিয়া বহু আয়াস ও ব্যয় করিয়া শয্যা গ্রহণ করতঃ চিকিৎসা করাইতে আসিয়া থাকেন।

মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া আরও অনেকগুলি চিকিৎসালয় এই মহানগরীতে স্থাপিত হইয়াছে। কত শত বদান্য সহৃদয় ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্তের ব্যাধি মুক্তি পুণ্য কর্ম্ম এবং মানবতার ধর্ম্ম বলিয়া এই চিকিৎসালয়গুলির পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ এই সব চিকিৎসালয়ে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহাদের সুনাম দিগন্তপ্রসারী করিয়া তুলিয়াছেন।

আজ বেতনভোগী ডাক্তার ও নার্সগণের মধ্যে খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির হিংস্র জন্তুর মত প্রকৃতিসম্পন্ন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন নর-নারী পীড়াগ্রস্ত রুগ্নের ব্যক্তির উপর নিজেদের অমানুষিক প্রভুত্ব দেখাইয়া এরূপ অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিতেছে যে ইহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও এক ফোঁটা গোমূত্র যেমন এক গামলা বা এক জালা দুগ্ধকে নষ্ট করিয়া ফেলে এই সব অর্ব্বাচীনদের কলঙ্কে সমস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটিকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলে।

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা শাস্ত্র মাধব নিদানে কোন্ কোন্ চিকিৎসককে দিয়া চিকিৎসা করানো উচিত নয় তাহা একটি শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন।

"কুচেলঃ কর্কশ স্তব্ধঃ
কুগ্রামী স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে
ধন্বন্তরি সমা যদি।"

কুচেলঃ—ময়লা বস্ত্র পরিহিত, কর্কশ—যার বাক্যে মিষ্টত্ব নাই, স্তব্ধ—যে কম কথা কয়, কুগ্রামী—যে ইতর লোকের গ্রামে বাস করে, স্বয়মাগতঃ, যে না ডাকিতেই গরজ করিয়া চিকিৎসা করার জন্য চেষ্টা করে, এই পঞ্চ প্রকারের চিকিৎসক যদি ধন্বন্তরির সমকক্ষ হয়, তবুও তাদের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে না। চিকিৎসালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যেন এই সকল অসৎগুণসম্পন্ন লোককে কখনও স্ব স্ব চিকিৎসালয়ে স্থান না দেন। স্ব স্ব গৃহে রোগীর চিকিৎসার জন্য এই পঞ্চ প্রকৃতির চিকিৎসককে তাঁহারা যতই বিজ্ঞ হউন যেন কেহ চিকিৎসার্থে নিয়োগ না করেন।

মণিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্র

প্রায় তিন বৎসর হইতে মণিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাকার্য্য চলিতেছে। বর্ত্তমানে উক্ত স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ডাক্তার বাবুর ব্যবহার ও চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া ঐ অঞ্চলের বহু গ্রাম হইতে রোগী আসিতেছে। ইহাতে গ্রামস্থ হাতুড়ে চিকিৎসক-গণের ব্যবসার ক্ষতি হওয়ায় তাঁহারা জোট পাকাইয়া ডাক্তার বাবুর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিতেছেন ও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে উক্ত হাতুড়ে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ সরকারের বিধিসম্মত 'ড্রাগ লাইসেন্স' লন নাই।

রেশন দোকানের সময়

প্রায়ই দেখা যায় এবং শুনা যায় রেশন দোকানে জিনিষ ক্রয় করিতে গিয়া লোককে অযথা ফিরিয়া আসিতে হয়। সেজন্য জঙ্গিপুর মহকুমার খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের নিয়ামক মহোদয়কে অনুরোধ করিতেছি—তিনি যেন সময় তালিকা নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। সর্ব্বসাধারণের অবগতি ও সুবিধার জন্য সময় তালিকা প্রকাশ্য স্থানে টাঙাইয়া দিবার নির্দ্দেশ দিলে লোকে অযথা হয়রাণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের জন্য যাত্রীবাহী গাড়ীর পারমিট প্রদান ও পারমিট পুনর্নবীকরণের জন্য এবং ট্যাক্সি সম্পর্কে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের জন্য কনট্রাক্ট ক্যারেজ পারমিট প্রদান ও পারমিট পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিদের এক তালিকা মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের ও জেলার প্রত্যন্তবর্ত্তী মহকুমা শাসক-গণের অফিসের নোটীস বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সম্পর্কে কোন নিবেদন থাকিলে উহা এই নোটিস প্রকাশের তারিখের ত্রিশ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। যে তারিখ, সময় এবং স্থানে আবেদনপত্র-সমূহ এবং নিবেদনাদি বিবেচনা করা হইবে উহা যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হইবে। লালবাগ, রাণীনগর এবং নবীপুর হইয়া বহরমপুর—বামনাবাদ রুটে যে যাত্রীবাহী বাস চলার কথা আছে তৎসম্পর্কে একটি স্থায়ী রুট পারমিটের জন্য নির্ধারিত ফরমে (উহা মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের অফিসে পাওয়া যাইবে) আবেদন আহ্বান করা যাইতেছে। উপরিবর্ণিত রুটের জন্য আবেদনসমূহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের শেষ তারিখ ১৯৬১ সালের ২৬শে আগষ্ট।

স্বাঃ বি, চৌধুরী,
মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ
প্রাধিকারের সচিব।

কর্ম্মযোগী প্রফুল্লচন্দ্র

ভারতের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্রজাতি তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে। ভারত সরকার তাঁহার নামে নূতন ডাকটিকিট প্রচার করিয়া শ্রদ্ধা জানাইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিয়াছেন—বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া যিনি ভারতে নবযুগের প্রেরণা দিয়াছেন, সমগ্র জাতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভব হত না। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।"

ভ্রাতা ভগ্নীর সাফল্যলাভ

গত বৎসরের ষষ্ঠ শ্রেণী বৃত্তি পরীক্ষায় আজিমগঞ্জ কেশবকুমারী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী জয়ন্তী বিশ্বাস জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৫ টাকা হারে চারি বৎসরের জন্য বৃত্তিলাভ করিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে কুমারী বিশ্বাসের অগ্রজ শ্রীমান্ দিলীপ বিশ্বাস নিখিল ভারত ভেটারিনারী ট্রেণিং পরীক্ষায় নাকি সারা ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

উভয়েই আজিমগঞ্জের ডাঃ বিন্দেন্দুশেখর বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্র ও কন্যা।

ভীষণ লরী দুর্ঘটনা

গত ৩রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রিতে কৃষ্ণনগর রেল ষ্টেশনের সন্নিকট শান্তিপুর যাইবার রাস্তায় একখানি লরী রেলের গুমটিতে ফটক খোলা অবস্থায় রেল লাইন পার হইবার কালে ডাউন মাল গাড়ীর সহিত ধাক্কা লাগিয়া ৫ জন লোকসহ লরীখানি টুকরা টুকরা হইয়াছে এবং ৫ জন লোক মারা গিয়াছে। লরী বোঝাই দ্রব্যসকল নষ্ট হইয়াছে। রেলের বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে শুনা যায় নাই।

খেয়াঘাটে অব্যবস্থা

রঘুনাথগঞ্জের দুইটী খেয়াঘাটেই যাত্রীর নৌকাতে গরু ঘোড়া পারাপার করিতে দেখা যায়। ভাগীরথী নদীর জল কানায় কানায় উঠিয়াছে। ভরা নদীতে পশুর সঙ্গে যাত্রী পারাপার খুব বিপজ্জনক। আমরা মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ ও পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষকে ইহার প্রতিকার করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ভেজালের রাজত্ব

উড়িষ্যার নবীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়ক একটা মস্ত বড় কথা বলিয়াছেন। তিনি সে দিন কটকে এক বেতার বক্তৃতায় সতর্কবাণী শুনাইয়া দিয়াছেন—অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রকাশ্যে চাবুক মারা উচিত। সত্যকথা বলিতে কি, খাদ্যদ্রব্যেই শুধু নয়, ঔষধে পথ্যে পর্য্যন্ত ভেজাল চালাইতে এই সব যমসম ব্যবসায়ীদের এখন আর বুক কাঁপে না। মানুষের জীবনের প্রতি যাহাদের এতটুকু দরদ নাই, পয়সার লোভে যাহারা একরূপ নর-হত্যারই প্রশ্রয়দাতা, তাহাদের যে প্রকাশ্য চাবুক মারাই উচিত, পট্টনায়কের একথায় হৃদয়বান প্রত্যেকেই সায় দিবেন।

ভেজাল বন্ধ করিতে গেলে, তাহা ভিন্ন আর অন্য কোন উপায়ই নাই। টাকা জরিমানা করিলে এই সব দুষ্টলোকের কিছুই হইবে না। জরিমানার টাকার লক্ষগুণ টাকা তাহারা ভেজাল মিশাইয়া প্রত্যহ রোজগার করিয়া থাকে। জেলেও তাহারা ভয় খায় না। টাকা দিলে, দণ্ডিত ব্যক্তির বদলে জেল খাটিবারও লোক পাওয়া যায়, ক্ষতি নাই। টাকার জোরে জেলের ভিতরেও জামাই আদরে থাকার ব্যবস্থা করিয়া লওয়া অসম্ভব নয়। বেত্রাঘাতই একমাত্র প্রশস্ত দণ্ড, যাহার ভয়ে এই সব অসাধু ব্যক্তি হয় তো বা সায়েস্তা হইলেও হইতে পারে। প্রত্যেক জিনিষে ভেজাল যেরূপ ব্যাপকভাবে মানুষের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে অবিলম্বে এইরূপ কঠোর দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রাজ্যের প্রচলিত আইনে এত ফাঁক রহিয়াছে, যাহার ভিতর দিয়া দুষ্কৃতকারীরা অধিকাংশই স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং আইনের সমস্ত ফাঁক বন্ধ করিয়া কঠোরহস্তে সেই আইন বলবৎ করিতে পারিলে জনসাধারণ সত্য-সত্যই সুখী হইবে—রাষ্ট্রশাসকগণও জয়ধ্বনি শুনিতে পাইবেন।

'পল্লীবাসী'

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ৩০শে আগষ্ট ১৯৬১

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

২ স্বত্ব ডিঃ মাজেদালী সেখ দিং দেং নেওয়াজ আলি সেখ দিং দাবি ১৫০ টাকা ১১ নঃ পঃ ঘিয়া রং এর মুখ লাল খাড়া শিং বাছুর ১টী আঃ ১৫০৲

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১১ই সেপ্টেম্বর

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

৪৭ মনি ডিঃ বিভূতিভূষণ সরকার দেং ধীরেন্দ্রনাথ রায় দাবি ৫৮০ টাকা ৯৩ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ৬১ শতক জমির কাত ১৷৶৬ আঃ ২০০৲ খং ১৭৩২ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে লালপুর ১৩৪ শতকের কাত ৩৲ আঃ ৪০০৲ খং ২২১৩

৩২ অন্য ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫২ টাকা ১৩ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৬১ শতকের কাত ১৷৶৬ আঃ ২০০৲ খং ১৭৩২

৭২ মনি ডিঃ রজবালা দাসী দেং বিশ্বনাথ দাস দাবি ১৪৭ টাকা ৩২ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে কয়াডাঙ্গা ৩৬ শতক মধ্যে ১৮ শতক বাঁশ ১১১টী ১২ থানা ৬ ফুট টীন মায় চালছাপ্পর কপাট চৌকাঠ সহ আঃ ১৫০৲ খং ৭৬ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

১ স্বত্ব ডিঃ বেনুয়ারীলাল চৌধুরী দেং মহীন্দ্রনাথ মণ্ডল দিং দাবি ৫৩ টাকা ৯৪ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ৭১৷৷০ শতকের কাত ২৶৬ আঃ ২১৫৲ খং ২১৫৫

বাংলার মাটি
বাংলার জল
বাংলার বায়ু
বাংলার ফল
পুণ্য হউক
পুণ্য হউক
পুণ্য হউক.....
১৫ই
আগষ্ট
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত আদর্শ দাঁতের মাজন **সাধনা দশন** এবং অন্যান্য ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
হ্যানিম্যান হল
মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান
হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।
হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"** চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।
হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।